R. N. No. 2582/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
Introducing shortly a complete range of industry oriented Computer Courses for beginers and professional in the heart of Raghunathganj.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে পৌষ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
৫ই জানুয়ারী, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মহকুমা শাসকের খাস কামরা থেকে রহস্যজনকভাবে এস সি সার্টিফিকেট বই এর পাতা উধাও নিয়ে নানা সন্দেহের ঢেউ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের খাস কামরা থেকে সিডিউলকাষ্ট সার্টিফিকেট বই-এর বেশ কয়েকটি পাতা কাউন্টারপার্ট'সহ উধাও হয়েছে। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক মণীশ রায়কে প্রশ্ন করলে উনি জানান চুরি গেছে কোথা থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই ঘটনা জানতে পেরে থানায় এফ আই আর করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসককে তাঁর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অরঙ্গাবাদের জনৈক সাদেক হোসেন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উনি তাকে চেনেন না বা কত লোকই তার অফিসে আসে বলে প্রসঙ্গটা হালকা করে দেন। মহকুমা শাসক অফিস ছুটির দিনেও সাদেকের তাঁর দপ্তরে আসার কথাও অস্বীকার করেন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক অবহেলায় ফরাক্কা ব্রীজের লক গেটের সাটারগুলো ভেঙে যাচ্ছে একের পর এক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর সকালের দিকে ফরাক্কা ব্রীজের ৮ নম্বর লক গেটের সাটার ভেঙে গিয়ে ভাগীরথীতে জল না ঢুকে প্রবল বেগে পদ্মা দিয়ে জল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে বলে জানা যায়। ফরাক্কা ব্যারেজের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ডঃ পি, কে, পাড়ুয়া আমাদের প্রতিনিধিকে জানান টেকনিক্যাল কারণে লক গেটের সাটার ভাঙাটা আশ্চর্যের কিছু না। সাটার ভেঙে প্রবল গতিতে বাংলাদেশে জল চলে যাওয়ায় জলচুক্তি বিঘ্নিত হচ্ছে কি না প্রশ্নের উত্তরে ডঃ পাড়ুয়া মন্তব্য করেন গেটের সাটার ভাঙার জন্য নয়, জল চুক্তির পর থেকে বরাবরই বাংলাদেশে বেশী জল যাচ্ছে। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের দেখভালের ত্রুটির জন্য এই বিপর্যয় কিনা প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে চাননি। তবে অন্য সূত্রের খবর ফরাক্কা ব্রীজের মালদার দিককার বেশ ((৩য় পৃষ্ঠায়)

পোষ্টাল কর্মীদের অসহযোগিতায় মেন পোষ্ট অফিসে স্মল সেভিংস প্রকল্প মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ মেন পোষ্ট অফিসে স্মল সেভিংস এজেন্টরা পোষ্টাল কর্মীদের নয়া নিয়মকানুনে বর্তমানে বিপাকে পড়েছেন। এজেন্টদের পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী স্মল সেভিংস রসিদ এক সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে না বলে এজেন্টদের অভিযোগ। যার ফলে এক লক্ষ বা তার বেশী গ্রাহক পরিষেবা থেকে এজেন্টদের পদে পদে বাধা পেতে হচ্ছে। এজেন্টদের এক প্রতিনিধিদল পত্রিকা দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন—মুর্শিদাবাদ পোষ্টাল ডিভিশন একটা স্যুভেনীর বার করছে। তাতে এখানকার প্রত্যেক এজেন্টকে বিজ্ঞাপনের জন্য ৫০০ টাকা করে দিতে হবে বলে পোষ্ট অফিস থেকে চাপ দেওয়া হয়। এত টাকা দিতে তারা অস্বীকার করায় এই সব নয়া নিয়ম চালু করে তাদের জব্দ, করার চেষ্টা চলছে বলে এজেন্টদের অভিযোগ। যার ফলে স্মল সেভিংস প্রকল্প (৩য় পৃষ্ঠায়)

সহস্রাব্দ বরণ উৎসব

ধুলিয়ানে ঃ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানে সহস্রাব্দ বরণ উৎসবের এক বিশাল অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সমসেরগঞ্জ থানার ওসি মাইনুল হক এবং সিপিএমের স্থানীয় নেতা চিত্ত সরকার। ওসির কথায়—এই কর্মযজ্ঞে খরচ দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই নানা রঙের প্রায় ২০টি তোরণে ঘেরা বাহারি আলোয় আলোকিত ধুলিয়ান এক অচেনা শহরের রূপ নেয়। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন সহস্রাব্দ উদ্‌যাপন কমিটি। ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যেয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর, রাত বারোটায় আতসবাজির রোশনি দেখে মনে হয় না বন্যা বিধ্বস্ত অনেক পুরবাসী আজও গৃহহারা হয়ে এই শীতের কনকনে ঠান্ডায় ত্রিপলের নীচে ধুলিয়ানেই আছেন ! [শেষ পৃঃ

প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকদের অপমানের প্রতিবাদে ছাত্রদের বিক্ষোভ রাস্তায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী ১ ব্লকের বংশবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাস গত ৩১ ডিসেম্বর স্কুল চলাকালীন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মোতাহার হোসেন ও অভিভাবক আর এম ফাকরুল ইসলামের (রুকুন) কাছে চরমভাবে অপমানিত হন। শিক্ষকরা এর প্রতিবাদ করলে তাঁদেরও অপমান করা হয়। এই পরিস্থিতিতে জনৈক শিক্ষক বিনয় সরকার সংগাহীন হয়ে পড়েন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে পৌষ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ ১৯৯৯ এর ধাক্কা ॥

১৯৯৯ সালে ভারত চমক জাগাইয়াছিল পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ; আন্তর্জাতিক বিশেষতঃ মার্কিন হুমকিকে ভারত পরোয়া করে নাই। আবার এই সালেই চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া এবং বহু প্রাণ বলির বিনিময়ে ভারত কারগিলের যুদ্ধে সমরকুশলতার পরিচয় দিয়া পাক-জঙ্গী ও হানাদেরদের উচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্রসমূহ ভারতের এবংবিধ সাফল্যে প্রশংসমান হইয়াছিল।

কিন্তু এই সালেরই একেবারে অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ গত ২৪শে ডিসেম্বর নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দর হইতে ভারতীয় এয়ারলাইনস্-এর আই সি-৮১৪ বিমান ছিনতাই হওয়া এবং তৎপরবর্তী আট দিন যাবৎ পণবন্দী বিমান-যাত্রীদের নরকযন্ত্রণাভোগ ও মুক্তিলাভের পরিপ্রেক্ষিতটি ভারত সরকারের পক্ষে তেমন সুখকর হয় নাই। বিমান ছিনতাইয়ের ব্যাপারটি অমৃতসরেই সহজে মিটান যাইত ; ছিনতাইকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া সহজ হইত ; ভারত অনায়াসে চিন্তাভারমুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই ; অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতম পরিণতির দিকেই যাইতেছিল। গত ৩১শে ডিসেম্বর বিমানদস্যুদের সঙ্গে ভারত সরকার যে চুক্তিতে পৌঁছায়, তাহাতে দেখা গেল যে, তিনজন অতি কুখ্যাত জঙ্গীকে মুক্তি দেওয়া হইল ; আর আই সি-৮১৪ বিমানের পণবন্দী ১৫৫ জন দস্যুকবলমুক্ত হইলেন।

তিনজন চরম বিপজ্জনক ও আন্তর্জাতিক-ভাবে কুখ্যাত জঙ্গীকে মুক্তি দিয়া ভারত হয়ত ঠিক কাজ করে নাই। ইহাতে তাহার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অত্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। আবার এই জঙ্গীদের ছাড়িয়া না দিলে ১৫৫ জন পণবন্দীর প্রাণ-বলি ঘটিত। ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া এই কাজ করিতে হইয়াছে। মুক্ত বিমান-যাত্রীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়পরিজন ও দেশের সমস্ত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। কিন্তু অতঃপর সরকারকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। প্রথমতঃ

তিকক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে বিমান-দস্যুদের ঠিকমত তল্লাসী চালান হয় নাই। আর অমৃতসরে এই বিমানটি অবতরণ করিলে তৎপূর্বে ছিনতাই হওয়ার সংবাদ চাউর হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কম্যাণ্ডো বাহিনীকে কাজে লাগান হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সরকার বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুকে কাজে লাগাইবে এবং সরকারের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা বিষয়ে সোচ্চার হইবে। হয়ত তাহাতে পোখরান কারগিল ভাবমূর্তি সরকার হারাইতে পারেন। তৃতীয়তঃ ভারত সরকার আন্তর্জাতিক বাহবা কুড়াইতে গিয়া মাঝে মাঝে যে নরমপন্থী হইয়া পড়েন, তাহা সমালোচনার বিষয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

সুখের কথা, বিমান ছিনতাই সম্বন্ধে ভারত সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। এই তদন্ত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হওয়া কাম্য। বিমানদস্যুরা পাক নাগরিক অথবা আর যাহাই হউক, ভারতের মাটি (অমৃতসর) হইতে তাহারা নির্বিবাদে যাইতে পারিল, ইহা মানিয়া লওয়া সুকঠিন। নানা কথা শুনা যাইতেছে। সরিষার মধ্যে ভূত থাকিলে তাহাকে তাড়াইবার ক্ষমতা সরিষার থাকে না। ভারতের চারিদিকে শত্রু—উত্তরে ও পশ্চিমে পাকজঙ্গী ও হানাদারদের জম্মু-কাশ্মীরে তাণ্ডব ; পূর্বে অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মনিপুর নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ, অপহরণ, নরহত্যা ; নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার প্রভৃতি স্থানে আই এস আই-এর মদতলাভ—এই সব উৎপাতকে দৃঢ়হস্তে দমন করিতে হইবে। ভারতের মধ্যে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের বিরুদ্ধে সরকারের তরফ, হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা লওয়া প্রয়োজন। সুদৃঢ় প্রশাসন সুনিশ্চিত করিতে হইবে। কি দেশে, কি বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি বিপন্ন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ফেব্রুআরী বানান প্রসঙ্গে

গত ২২শে ডিসেম্বর '৯৯ 'জঙ্গীপুর সংবাদ' এ 'ফেব্রুআরী' বানান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র। ইংরেজী 'a'র উচ্চারণ বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানে নানাভাবে হয়। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'War and Peace' বইটিকে 'ওয়ার এণ্ড পিস্' এর পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস' (বাংলা উপন্যাসের 'কালান্তর' দ্রষ্টব্য)। ইংরেজী 'February' শব্দটার উচ্চারণ ব্রিটিশ উচ্চারণ রীতিতে বাংলা হরফে দাঁড়ায় 'ফেব্রুঅ্যারী' (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত অভিধান দ্রষ্টব্য) ; যার পরিবর্তিত রূপ 'ফেরুয়ারী' অথবা 'ফেব্রআরী'। 'ary'-র উচ্চারণ 'য়ারী', 'য়ারি', 'আরী' কিংবা 'আরি' হ'তে পারে। রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে 'নভেম্বর' যদি 'নবেম্বর' ('য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' দ্রষ্টব্য) হয়ে থাকে তবে আভিধানিক উচ্চারণ বৈশিষ্টে 'ফেব্রুআরী' বানান অশুদ্ধ নয়। সাহিত্যে 'ফেব্রুআরী' বানানটার প্রয়োগ থাকলেও (দেশ পত্রিকায়) ব্যাপক ব্যবহার অবশ্য নেই। ইংরেজী শব্দের উচ্চারণের বানান বাংলায় কি ভাবে লেখা হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে উচ্চারণ অনুযায়ী লেখাই বাঞ্ছনীয় ও বিজ্ঞানসম্মত। মহান সংসয়বাদী পত্র লেখক হঠাৎ বৃহন্নলা সাজতে গেলেন কেন সেটাই দুর্জ্ঞেয়। প্রতিযোগিতায় নামলে ছদ্মবেশী, পল্লবগ্রাহী লেখকমশাই 'সহস্রাব্দের সেরা বিশ্বনিন্দুক' নির্বাচিত হতে পারেন।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের
শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর পক্ষে
বিবেকানন্দ বিশ্বাস

সাধের সহস্রাব্দ

মানিক চট্টোপাধ্যায়

এই শতাব্দীর পথ চলা শেষ হয়ে গেল। শুরু হল নূতন সহস্রাব্দ। ইংরাজী পরি-ভাষায় 'মিলেনিয়ান'। নূতন শতাব্দী। ফেলে আসা শতাব্দীর ইতিবৃত্ত মহাকালের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। বিগত শতাব্দীর অজস্র ঘটনা। অজস্র আখ্যান। পুকুর ভরা মাছ। গোয়াল ভরা গাই। ক্ষেতভরা ধান। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি-প্রাচুর্য্য। পরাধী-নতার জ্বালা। কারার সেই লৌহকপাট। স্বাধীনতা আন্দোলন। রাজনীতি-অর্থনীতি ধর্ম-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত স্তরে তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা-দুর্ভিক্ষ-রাজনৈতিক অস্থিরতা-দুর্বৃত্তায়নের ক্রমবিকাশ-মিথ্যা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি—সাম্প্রদায়িক হানাহানি 'ধর্মের মোড়কে বিকৃত রাজনীতি—মূল্যবোধের অভাব। তবুও গত শতাব্দীর অবসান আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ফেলে আসা শতাব্দী যেন 'পুরোনো প্রাণের কথা কয়ে যায়—হৃদয়ের বেদনার কথা—সান্ত্বনার নিভৃত নরম কথা—মাঠের চাঁদের গল্প করে—আকাশের নক্ষত্রের কথা কয় ; শিশিরের শীত সরলতা তাহাদের ভালো লাগে'।

নূতন শতাব্দী এক অনাগত সুখী বৃত্তের স্বপ্ন দেখায়। দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালী মন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পাঁউরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

নয়া তালাসীর প্রধান সম্পাদক প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নিমতিতা : "নয়া তালাসী" পত্রিকার প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিক্ষক-রাজনীতিবিদ্ সাদেক হোসেন দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে তাঁর কামালপুর বাসভবনে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ষাট বছর। তিনি ১৯৪০ সালের ১৮ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে প্রাথমিক শিক্ষকরূপে চাকুরীতে যোগদান। ১৯৬৩ সালে আর এস পি দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর রাজনীতি করার পর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেন। ১৯৮২ সালে সক্রিয়ভাবে সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করে মাসিক "গঙ্গা পদ্মা" পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে পাক্ষিক "নয়া তালাসী" বার করেন।

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আইলের উপরের গ্রামবাসীরা সম্প্রতি ৫০ জন স্বাক্ষরিত এক অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন এম আর ডিলার রহমত সেখ (২৮নং দোকান) নানা অনিয়ম করে এবং এর প্রতিবাদ করলে জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতির নাম করে বলে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য যতদিন আছে ততদিন তার কেউ কিছু করতে পারবে না। রহমত সেখের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের অন্যতম ক্যাশ মেমো ছাড়া মাল বিক্রি, মাল মজুতের পরিমাণ না জানানো, বি পি এলের চাল, গম নিয়ে কারচুপি, দাম বেশী নেওয়া, রেশন কার্ড ভুলবশতঃ দোকানে ফেলে এলে তা হাপিস করা ইত্যাদি। গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে কন্ট্রোল অফিসে অভিযোগ করেও কোন বিচার পাচ্ছেন না।

সন্দেহের ঢেউ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাদেক হোসেন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলের খবর লোকটির বাড়ী অরঙ্গাবাদ। বয়স ৩৮/৪০। দীর্ঘ ৪/৫ বৎসর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক পরিচিত মুখ। কোন সরকারী কর্মী না হয়ে, হোমগার্ড, রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী বা সাংবাদিক না হয়ে মহকুমা শাসকের বিভিন্ন দপ্তরে কি পরিচয়ে তাঁর এই অবাধ বিচরণ এটা রহস্যজনক। অনেক সময় সাদেককে খাস কামরায় বসে মহকুমা শাসকের সঙ্গে গল্প করতেও দেখা যায়। এমনকি বর্তমান মহকুমা শাসকের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সঙ্গেও নাকি সাদেক হোসেন বিশেষভাবে যুক্ত। কিছুদিন আগে মহকুমা শাসকের ছেলের বিয়ের বাজার, রান্নার ঠাকুর, প্যাণ্ডেল, বিয়ের কার্ড পাঠানো এমনকি পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সাদেকের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিয়ের সময় মাথায় লাল আলো লাগানো মহকুমা শাসকের সরকারী গাড়ীতেও একাধিকবার সাদেককে যাতায়াত করতে অনেকেই দেখেছেন। বর্ষার ঝড়জলে, শীতের কনকনে আবহাওয়ায়, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ সব কিছু উপেক্ষা করে নিত্যদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে সাদেকের উপস্থিতি অব্যাহত আছে। আরও খবর সাদেকের মধ্যস্থতায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে ভূমি সংক্রান্ত কেস, ডিভোর্স কেস, ই সি কেস-এর নিষ্পত্তি হয়। এমনকি মহকুমা শাসকের দপ্তরের কর্মীদের মনমত সেকসনে পোষ্টিং পর্যন্ত হয় এর প্রভাবে। কনফিডেনসিয়াল সেকসনে সাদেকের দ্বিধাহীন গতিবিধি। এই সব দেখে বোঝা যায় সাদেক হোসেন মহকুমা শাসক দপ্তরের একজন প্রভাবশালী দালাল। এবং দালালির ভাগ মাথাভারী আমলা থেকে পিওন প্রত্যেকের পকেটেই ঢোকে। সেই কারণে মহকুমা শাসকের খাস কামরা থেকে কাউন্টার পার্টিসহ সিডিউলকাষ্ট সার্টিফিকেট উধাও এর পিছনে সাদেক হোসেনের হাত থাকাটা আশ্চর্যের কিছু না।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড
পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর স্কুলে বিদায় অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ ডিসেম্বর জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শিক্ষাকর্মী বঙ্গেশ্বর সাহা অবসর গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ সিংহ এবং পরিচালন সমিতির সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা। পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক কেতকীকুমার পাল, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে মানিক চট্টোপাধ্যায়, উৎপল সিংহ, গৌরীশঙ্কর ঘোষ বক্তব্য রাখেন। ছাত্রছাত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সাধের সহস্রাব্দ (২য় পৃষ্ঠার পর)

এই নূতন শতাব্দীতে স্বপ্ন দেখতে সাধ জাগে এক সুখী ভারতবর্ষের। যে ভারতবর্ষে থাকবে না অশিক্ষা-কুসংস্কার-অপুষ্টি-অনাহার। থাকবে না সাম্প্রদায়িক হানাহানি অথবা যুদ্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। দলমতনির্বিশেষে এই নূতন সহস্রাব্দে যেন আমরা সোচ্চারে বলতে পারি : 'আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে'।

ভেঙে যাচ্ছে একের পর এক (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু লক গেট পলি পরে ঢেকে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর আগে। বর্ষায় জলের চাপে ঐ সব গেটের সাটার যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। ঘটনার দিন ৮ নম্বর গেটটি তুলতে গিয়েই নাকি জলের চাপে সাটারটি ভেঙে যায়। ব্যারেজ কর্মীদের অভিযোগ ১৯৬৫ সালে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফরাক্কা ব্রীজ চালু হবার কয়েক বৎসর পর থেকেই প্রশাসনিক শিথিলতায় ব্রীজের তত্বাবধান ঠিকভাবে হচ্ছে না। ব্রীজের লক গেটগুলো নিয়মমতো অপারেট করা হয় না। ষ্টাফের নাকি অভাব। বর্তমানে ব্রীজের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণও আগের মতো হয় না। এর আগে ১৯ এবং ৭৮ নম্বর লক গেট দুটির সাটার ক্র্যাক হয়ে ভেঙে যায়। ভবিষ্যতেও এই ধরনের রঙবিহীন মরচে ধরা সাটার ভেঙে যাবার প্রবল সম্ভাবনা আছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

প্রকল্প মার খাচ্ছে বলে অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মার খাচ্ছে। ২৩ জন এজেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত এক চিঠি মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, জেলা পোষ্টাল সুপার, ডাইরেক্টর অব স্মল সেভিংস, পি এম জিকে পাঠানো হয়েছে। এজেন্টরা আরো জানান মহকুমা শাসকের এক প্রতিনিধি ঘটনার তদন্তে মেন পোষ্ট অফিসে এসে পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন ও তাঁকে স্মল সেভিংস এজেন্টদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বললেও পোষ্ট মাষ্টারের কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়ে উনি ওখান থেকেই ফোনে জেলা শাসক, পোষ্টাল সুপার ও ডাইরেক্টর অব স্মল সেভিংস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রত্যেকেই নাকি পোষ্ট মাষ্টারকে স্মল সেভিংস পরিষেবা যাতে কোন ভাবে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখার কথা বলেন। পোষ্টাল সুপারও জোরপূর্বক টাকা সংগ্রহে আপত্তি জানান। কেন স্মল সেভিংস এজেন্টদের দৈনিক ৫০,০০০ টাকার বেশী রসিদ দেওয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে রঘুনাথগঞ্জ মেন পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার জানান—এ্যাসিঃ ডাইরেক্টর অব স্মল সেভিংস থেকে এজেন্টদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাতে দৈনিক ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কারবারের ক্ষমতা উল্লেখ আছে। এজেন্টদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত রসিদ দেওয়াতে আমাদের অডিটে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। এ ছাড়া এজেন্টদের পোষ্ট অফিস চত্বর থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে কারবারের নির্দেশ থাকলেও তাঁরা সে নিয়ম ভেঙে প্রভাব খাটিয়ে কাউন্টারের পাশে ঘোরাফেরা করেন। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হন। পার্টির টাকা ম্যাচিঙের হলে অনেক এজেন্ট পার্টির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে টাকা তুলে নেন। অনেকে পরে এসে পোষ্ট অফিসে টাকা না পাওয়ার অভিযোগও করেন। স্যাভেনীয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে পোষ্ট মাষ্টারকে প্রশ্ন করলে উনি বলেন জোরজুলুমের কোন ব্যাপার নেই। অনেক এজেন্ট আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাকাও দিয়েছেন।

অপমানের প্রতিবাদে ছাত্রদের বিক্ষোভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রবা শিক্ষকদের অপমানের প্রতিবাদে ক্লাস থেকে রাস্তায় নামেন। ছাত্রদের এক বিক্ষোভ মিছিল গ্রাম পরিক্রমা করে। খবরে প্রকাশ, এস এম সির মাধ্যমে সম্প্রতি চারজন শিক্ষক বিমান রায়, মোশারুফ হোসেন, মৃণালকান্তি দাস ও বকুল মহম্মদ এই স্কুলে যোগদান করেন। ঐ চার শিক্ষকের কাছ থেকে ম্যানেজিং কমিটি মোটা অঙ্কের ডোনেশন দাবী করেন। নবাগত শিক্ষকরা এতো টাকা দিতে রাজী না হওয়ায় এবং প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকরা ম্যানেজিং কমিটির এই দাবীকে সমর্থন না করায় ম্যানেজিং কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। অভিভাবক ছাড়া প্রাইমারী স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক হয়েও আর এম ফাকরুল ইসলাম (রুকুন) স্কুলে এসে জোরজবরদস্তি শিক্ষকদের হাজিরা খাতা দেখেন। ৩১ ডিসেম্বর হাটতলায় কয়েকশো লোকের মাঝে প্রধান শিক্ষককে অযথা চরম অপমান করেন রুকুন সাহেব। স্কুলের মৌলভী সাহেব মহঃ মুর্শেদ আলী প্রতিবাদ করলে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেবার হুমকী দেন এই বীর পুঙ্গব। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের এই ধরনের ব্যবহারে স্কুলে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, শিক্ষকরাও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন পদে পদে।

সহস্রাব্দ বরণ উৎসব (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাগরদীঘিতে ঃ

সাগরদীঘি, ১ জানুয়ারী—আজ সকালে ২০০০ সালের সূচনায় স্থানীয় অগ্নিবীণা সব পেয়েছি আসরের উদ্যোগে সহস্রাব্দ বরণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় এখানকার রাধা প্রেক্ষাগৃহে। দিলীপ দাস ও সোমা দাসের সঙ্গীত এবং মমতাশঙ্করের ছাত্রী সোমা বিশ্বাসের নৃত্য শ্রোতাদের আনন্দ দেয়।

মির্জাপুরে ঃ

রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামে দীলিপ কাদিয়া (হাবুদা) সহস্রাব্দের প্রথম প্রভাতে নব শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে সমাবর্ত্ত সমাবেশ অনুষ্ঠান করেন। সুসজ্জিত মণ্ডপের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন তরুণ ছাত্ররা। সমাবেশে ৭০ জন ছাত্রী ও ১৩০ জন ছাত্র উপস্থিত থেকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব সহস্রাব্দকে বরণ করেন। তারা এই শতকে সকলের জন্য প্রকৃত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা আর পুষ্টিকর খাদ্য আহ্বান করেন। অনুষ্ঠানে গৌতম দত্ত সকলের জন্য কর্মসংস্থানের উদাত্ত আহ্বান জানান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

বাড়ী ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় (কাজিপাড়া) নূতন পাকাবাড়ী (৯৪০ বঃ ফুঃ) যার তিনটি কামরা ও সংলগ্ন উঠান, বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের সুবিধা, সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাড়া দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

কাজি জেলালউদ্দিন (বালিঘাটা)
টেলিফোন স্থানীয় ৬৭৩৮৫ (বেলা ১২ টার পর)
কলিকাতা এসটিডি ০৩৩-৫৫০০৪৮১
রাত্রি ৭টার পর

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১ রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং-২০ ✶ তারিখ-২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং-৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপটি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনন্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।